খাদ্য মন্ত্রণালয়র আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০২	০২	-	-	০২	-	৩৭.৫০-৮৭.৫০	-	১.২৭-৩.১০

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০২

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: বিভিন্ন জায়গায় পুরাতন স্থাপনা ছিল উক্ত পুরাতন স্থাপনা অপসারনের জন্য যথেষ্ট সময় ক্ষেপন হয়েছে এবং ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ সামগ্রিক কাজের বিবেচনায় সর্তকতার সাথে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি; এবং	৩.১ যদিও গুদাম নির্মাণের কাজ সরকারি একটি অধিদপ্তর কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হয়েছে, তবুও নির্মাণ কাজের গুণাগুণ নিশ্চিত হবার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মান নিশ্চিৎকরণ পরীক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে লব্ধ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাজে লাগবে; এবং
৩.২ অনেকগুলো স্থানীয় ঠিকাদার কর্তৃ ক বিভিন্ন ধরনের স্থাপনার কাজ একটি মাত্র নির্মাণ সাইটে বাস্তবায়ন করায় ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা সমস্যার সৃষ্টি হয়।	৩.২ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রকল্পের অবস্থান হলে প্রকল্প কার্যালয় প্রকল্পস্থানে হওয়া বাঞ্চনীয়। এতে প্রকল্প পরিচালক , উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ (যদি থাকে) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রকল্পস্থানে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে। ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ড সঠিকভাবে তদারকি করা সম্ভব হবে।

১.৩৫ লক্ষ মেঃটন ধারন ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: মার্চ, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : ১.৩৫ লক্ষ মেঃটন ধারন ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : খাদ্য মন্ত্রণালয়

৩। **(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : খাদ্য অধিদপ্তর

(খ) সহায়ক বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশের ৩৯টি জেলায়

৫। **প্রকল্প গ্রহনের পটভূমি** :

২০১০ সালে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে দেশের ৪৭৪ টি উপজেলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মোট ১৭ ল ক্ষ মেঃটন খাদ্য শস্য মজুদ সুবিধা ছিল। এ সব খাদ্য গুদামের অধিকাংশ ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে নির্মিত। নতুন কোন খাদ্য গুদাম নির্মান করা হচ্ছে না এই বিবেচনায় চট্টগ্রামের হালিশহরে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ CSD (Central Storage Depot) বা সিএসডি ২০০৪ সালে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী BEPZA (Bangladesh Export Processing Zone Authority) বা বেপজা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। পুরনো কিছু গুদাম ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ার কারণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য শস্য মজুদ ক্ষমতা ১৪.৭৩ লক্ষ মেঃটন-এ নেমে আসে। এতে খাদ্য শস্যের বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সরকার এ ধরনের পরিস্থিতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিরাপদ খাদ্য শস্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে সরকার ৫ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় খাদ্য গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ৫ লক্ষ মেঃটন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার খাদ্য শস্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাষাবাদযোগ্য অথবা নতুন কোন জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। বরং দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান জায়গাতেই এই গুদামগুলি তৈরী করার ফলে সেখানে খাদ্য শস্য সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :
ক) খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ১.৩৫ লক্ষ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
খ) সারাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা;
গ) অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে ; এবং
ঘ) কৃষকদের কাছ থেকে অধিকতর খাদ্য শস্য ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের খাদ্য শস্য উৎপাদনে উদ্‌বুদ্ধ করা।

৭। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনের তারিখ** : মূল অনুমোদন- ০৮/০৬/২০১০
প্রথম সংশোধন- ১৬/০১/২০১৩

৮। **প্রকল্পের ব্যয়** : (লক্ষ টাকা)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮৩০১.৬৫	৩০৫৪১.৯৫	২৯১৭৮.৪৯	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩	জুলাই/২০১০ হতে মার্চ/২০১৪	নভেম্বর/২০১০ থেকে মার্চ ২০১৪	৩.১০%	৩৭.৫%

৯। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি** : সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ৩০৫৪১.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ২৯১৭৮.৪৯ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৫৩%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.১৫%।

১১। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্প পরিচালক জানান চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই এলএসডিতে ১(এক)টি ১০০০.০০ মে:টনের খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত স্থানে পুরাতন স্থাপনা ছিল এবং ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কাজটি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। ঠিকাদারের গাফিলতির জন্য চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া এলএসডিতে ১(এক)টি ১০০০.০০ মে:টন এর এবং রাংগামাটি জেলার সদর উপজেলার এলএসডিতে ৫০০.০০ মে:টন এর ১(এক)টি খাদ্য গুদাম নির্মান কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে অসমাপ্ত কাজগুলো খাদ্য বিভাগের রাজস্ব ব্যয় হতে সমাপ্ত করা হবে।

১২। **পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা** : আইএমইডির সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাহ্বুব জামান কর্তৃক ০৪/০৩/২০১৫ তারিখে চট্টগ্রামের দেওয়ানহাটে ১০টি ও পতেঙ্গায় একটি এবং ০৫/০৩/২০১৫ তারিখে ঢাকার তেজগাঁও-এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত একটি খাদ্য গুদাম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩৯টি জেলায় মোট ১৬৭টি (১০০০ মে:টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৯৮টি এবং ৫০০ মে:টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৬৯টি) খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং গনপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এর ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। **পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :**

ক) জনবল:

প্রকল্পটি খাদ্য অধিদপ্তর ও গণপুর্ত অধিদপ্তরে যৌথ তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়ের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রেষণে একজন প্রকল্প পরিচালক এবং একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের উল্লেখ ছিল। তাছাড়া ১(এক) জন কম্পিউটার অপারেটর ও ১(এক) জন হিসাবরক্ষক সরাসরি নিয়োগের এবং ২(দুই) জন ড্রাইভার ও ১(এক) জন এমএলএসএস আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের সংস্থান ছিল। একজন প্রকল্প পরিচালকই প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রকল্প পরিচালকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এবং ১(এক) জন উপ-প্রকল্প পরিচালক, ১(এক) জন কম্পিউটার অপারেটর ও ১(এক) জন হিসাবরক্ষকে খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রেষণে প্রকল্পে পদায়ন করা হয়েছিল। ২(দুই) জন ড্রাইভার ও ১(জন) জন এমএলএসএসকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এসকল কর্মকর্তা কর্মচারী সমগ্র প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্পের জনবলের বেতন-ভাতা বাবদ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, যার মধ্যে ৫৬.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ।

(খ) জিপ গাড়ি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়:

প্রকল্পের আওতায় ৫(পাঁচ) দরজা বিশিষ্ট ২(দুই)টি ফোর হুইল জিপ গাড়ি, মান নিয়ন্ত্রন যন্ত্রপাতি, প্রিন্টারসহ ২(দুই)টি কম্পিউটার, ১(এক)টি ফটোকপিয়ার ও ১(এক)টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়। এগুলি ক্রয়ের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ১০৭.৭৫ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৭.৪৮ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগ্রতি ১০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.০২%।

গ) নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ:

প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৯৮টি এবং ৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৬৯টি সহ মোট ১৬৭ টি খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ইহা ছাড়া ২(দুই)টি গুদামের নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১(এক)টি গুদামের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এ বাবদ অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৩০৫৪১.৯৫ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৯১৭৮.৪৯ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.২৪% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৫৪%।

নবনির্মিত একটি খাদ্য গুদাম, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম: চিত্র-০১

দেওয়ানহাটচট্টগ্রাম–এ আরও কয়েকটি নবনির্মিত খাদ্য গুদাম: চিত্র-০২

আইএমইডির পরিদর্শনের পর তাৎক্ষণিক রাস্তা মেরামত: চিত্র-০৩

নবনির্মিত গুদামের অভ্যন্তরে মজুদ খাদ্য শস্য চিত্র-০৪

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নবনির্মিত খাদ্য গুদামের নামফলক: চিত্র-০৫

নবনির্মিত গুদামের অভ্যন্তরে ড্যানেজ: চিত্র-০৬

ঘ) কাঠের ডানেজ সংগ্রহ:

মূল ডিপিপি অনুযায়ী ৭০২৩২.৪০ বর্গমিটার কাঠের ডানেজ (এক ধরনের কাঠের পিঁড়ি বিশেষ যার উপর খাদ্য শস্যের বস্তা রাখা হয়, চিত্র-০৬ দ্রষ্টব্য) সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বাবদ অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ২১৬০.০০ লক্ষ টাকা, সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ২০৯২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২০৮৫.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬৬%।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত	অর্জিত
১। খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান খাদ্য শস্য মজুদ অতিরিক্ত ১.৩৫ লক্ষ মেঃটন বৃদ্ধি করা।	১। বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ১.৩২৫০ লক্ষ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২। সারা দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা	২। সারাদেশে খাদ্য শস্য মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে।
৩। অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ অভাব/দুর্ভিক্ষের সময় সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে।	৩। খাদ্য গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে খাদ্য শস্য আপদকালীণ বিতরন করে দেশে সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪। কৃষকদের কাছ থেকে অধিকতর খাদ্য শস্য ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের খাদ্য শস্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা।	৪। কৃষকের নিকট হতে সরাসরি খাদ্য শস্য ক্রয়ের মাধ্যমে কৃষককে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্নকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	সৈয়দ নাজমূল হুদা (যুগ্ম-সচিব)	পূর্নকালীন	-	১১/০৮/২০১০	৩১/৩/২০১৪	-

১৬। সার্বিক বিশ্লেষণ:

১৬.১ আলোচ্য প্রকল্পটি একটি নির্মাণ প্রকল্প। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে ১০০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৯৮টি এবং ৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৬৯টি সহ মোট ১৬৭ টি খাদ্য গুদামের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই এলএসডিতে ১(এক)টি ১০০০.০০ মে:টনের খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত স্থানে পুরাতন স্থাপনা ছিল এবং ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কাজটি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। ঠিকাদারের গাফিলতির জন্য চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া এলএসডিতে ১(এক)টি ১০০০.০০ মে:টন এর এবং রাংগামাটি জেলার সদর উপজেলার এলএসডিতে ৫০০.০০ মে:টন এর ১(এক)টি খাদ্য গুদাম নির্মান কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে অসমাপ্ত কাজগুলো খাদ্য বিভাগের রাজস্ব ব্যয় হতে সমাপ্ত করা হবে। এর জন্য দায়ী ঠিকাদারদের কালো তালিকাভূক্ত করা হয়েছে।

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ যেহেতু মার্চ ২০১৪ তে সম্পন্ন হয়েছে সেকারণে কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকৃতপক্ষে স্থাপনাগুলির নির্মাণ মান সম্পর্কে সাম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টিম কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামের দেওয়ানহাটে নবনির্মিত খাদ্য গুদামগুলির Modified Proctor Test (গুদাম নির্মাণের জন্য করা Sand Filling মানসম্মত কিনা তা এই পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়। Sand Filling মানসম্মত না হলে গুদামের মেঝে মজুদকৃত খাদ্য শস্যের ভর ধারণ করতে পারবে না।) করা হয়েছে বলে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান। এই পরীক্ষার মান সন্তোষজনক (স্ট্যান্ডার্ড স্কেলে কমপক্ষে ৯০ একক)। প্রকল্পের আওতায় দেশের আন্যান্য স্থানে নির্মিত খাদ্য গুদামগুলিতে নির্মাণ কাজের মান নিশ্চিত হবার জন্য কোন পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা তা উপ-প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে দেওয়ানহাটে নির্মিত খাদ্য গুদামগুলির নির্মাণ কাজ তদারকি করা গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান দরপত্র আহ্বান করার সময় এই পরীক্ষার শর্তটি উল্লেখ করেছিলেন। সেজন্য নিয়োগকৃত ঠিকাদার এই পরীক্ষার ব্যয় বহন করেছেন। ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করার সময়ও এ ধরণের শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। এতে নির্মাণ কাজের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

১৬.৩ দেওয়ানহাট, চট্টগ্রামে পরিদর্শনকৃত ৫২ নম্বর খাদ্য গুদামের মূল দেওয়াল ও মেঝের সংযোগস্থলের বেশ কিছু জায়গায় চিড় দৃশ্যমান হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান এটি কিউরিং করার পর উপরিস্থলে চিড় ধরেছে। এটি স্থাপনার জন্য ক্ষতিকর নয়।

১৬.৪ দেওয়ানহাট, চট্টগ্রামে পরিদর্শনকৃত ৬০ নম্বর খাদ্য গুদামের পাশ দিয়ে রাস্তা করবার সময় এর পাশে অবস্থিত পুকুরের আনুমানিক ৩০ শতাংশ ভরাট করা হয়েছে বলে উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান। সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদামে খাদ্য শস্য আনা-নেওয়ার জন্য গুদামের অন্তঃত দুই পার্শ্বে প্রশস্থ রাস্তা থাকতে হয়। এতে অনেক জায়গার অপচয় হয়।

১৬.৫ দেওয়ানহাট, চট্টগ্রামে পরিদর্শনকৃত ৫৮ নম্বর খাদ্য গুদামের সন্মুখে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আরসিসি (রড, সিমেন্ট, কংক্রিট) রাস্তার উপরিভাগের আস্তরণ উঠে গিয়ে রড দৃশ্যমান হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান ঐ স্থানটিতে নির্মাণ কাজের সময় বড় আকারের জলাধার নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মাটি ভরাট করে রাস্তা নির্মাণের সময় সঠিকভাবে compaction না হবার কারণে এমনটি হতে পারে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এটি মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৬.৬ যে ধরনের গুদাম(এই প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে সনাতন খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করা হয়। সনাতন পদ্ধতিতে খাদ্য শস্য গ্রহণ-বিতরণ করার ফলে এসব গুদামে সময়, জনবল ও খাদ্য শস্যের অপচয় হয়। একতলা বিশিষ্ট হওয়ায় প্রচলিত খাদ্য গুদাম নির্মাণে ভূমির অপচয় হয়। বর্তমানে বিশ্বে খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য সাইলো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ সাইলোতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহজেই দ্রুত সময়ে অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য গ্রহণ ও বিতরণ করা যায়। সাইলো সমূহ খাড়াভাবে (Verticale) বর্ধিত বিধায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম জায়গায় এটি নির্মাণ করা সম্ভব হয় এবং খুব কম জায়গাতে অধিক পরিমানে খাদ্য শস্য মজুদ করা যায়। সর্বোপরি সাইলোতে খাদ্য শস্য সংরক্ষণে সাধারণতঃ কীটনাশক প্রয়োজন পড়ে না। তবে মাঝে মধ্যে শুধু সাইলোর বিনের উপরি অংশে খুবই সামান্য পরিমাণে কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অপর পক্ষে প্রচলিত খাদ্য গুদামে একই পরিমাণ খাদ্য শস্য সংরক্ষণে সাইলোর তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি কীটনাশকের প্রয়োজন পড়ে। যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং এর জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া একই পরিমাণ খাদ্য শস্য সংরক্ষণের উপযোগী সাইলো নির্মাণের খরচ সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম হতে কিছুটা বেশী। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যেই **হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রামে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ০.৮৪ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প** এর আওতায় ৯১টি (১০০০ মে:টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৭৭টি এবং ৫০০ মে:টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৪টি) সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় ভবিষ্যতে সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা যৌক্তিক হবে না।

১৬.৭ খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যেই কয়েটি সাইলো নির্মাণাধীন রয়েছে। ভবিষ্যতেও খাদ্য শস্য আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার জন্য সাইলো নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

১৬.৮ প্রকল্প পরিচালকের দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অব্যয়িত টাকা সমর্পণ করা হয়েছে। তবে পিসিআরে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংযোজন করা হয়নি। এ বিষয়টি খাদ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করতে পারে;

১৬.৯ পিসিআর এ সন্নিবেশিত তথ্য ও প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা যায় প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিমূলক জবাব দাখিল করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদেই অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা উচিৎ ছিল। এতে প্রকল্প ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত হতো।

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা :

প্রকল্প পরিচালক জানান আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.১৫% হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নরূপ সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছে:-

১৭.১ সামগ্রিক কাজের বিবেচনায় সর্তকতার সাথে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি। ডিপিপিতে কর্মকর্তাদের ভ্রমণভাতার সংস্থান রাখা হয়নি; এবং

১৭.২ বিভিন্ন জায়গায় পুরাতন স্থাপনা ছিল উক্ত পুরাতন স্থাপনা অপসারনের জন্য যথেষ্ট সময় ক্ষেপন হয়েছে।

১৮। সুপারিশমালা :

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপ:

১৮.১ যদিও গুদাম নির্মাণের কাজ সরকারি একটি অধিদপ্তর কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হয়েছে, তবুও নির্মাণ কাজের গুণাগুণ নিশ্চিত হবার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মান নিশ্চিৎকরণ পরীক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে লব্ধ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাজে লাগবে;

১৮.২ কোন প্রকল্পের নির্মাণ কাজে অবহেলার জন্য দায়ী অথবা কালো তালিকাভূক্ত ঠিকাদাররা যেন ভবিষ্যতে স্বনামে বা বেনামে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে সরকারী কোন ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণ না করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে;

১৮.৩ ভবিষ্যতে অন্যান্য ভৌত নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করার সময় দরপত্র দলিলে নির্মাণ কাজের মান নিশ্চিত হওয়া যায় এমন কোন পরীক্ষা করার শর্ত আরোপ করা যেতে পারে;

১৮.৪ দেওয়ানহাট, চট্টগ্রামে পরিদর্শনকৃত ৫২ নম্বর খাদ্য গুদামের মূল দেওয়াল ও মেঝের সংযোগস্থলের ফাটলের বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য ঝুকিঁপূর্ণ কিনা তা খাদ্য মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;

১৮.৫ ভবিষ্যতে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা সমীচীন হবে না;

১৮.৬ খাদ্য মন্ত্রণালয় আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জিওবি অথবা উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে সাইলো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। উন্নয়ন সহযোগীদের এ বিষয়ে আরও উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৮.৭ প্রকল্পের অব্যয়িত 1363.46 লক্ষ টাকা (জিওবি) যথাযথভাবে সমর্পণ করা হয়েছে কিনা তা খাদ্য মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং আইএমিডিকে অবহিত করবে;

১৮.৮ প্রকল্প চলাকালীন যেসব অর্থবছরে অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে সেটি খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

১৮.৯ প্রকল্পের External Audit দ্রুত শেষ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৯। উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

(লক্ষ টাকায়)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
a) Revenue component						
PD+DPD Salary (2 nos Deputed)	nos	24.00	2	22.67	2	
Staff Salary (3 nos)-2 Staffs drawn Salary from Food Dept.	nos	12.00	5	11.95	3	
Allowances (5nos)	nos	22.40	7	22.14	5	
Return fo Tax	L.S			0.17		
Telephone	nos	1.00	4	0.90		
Fax	nos	0.70	1	0.70		
(i) Petrol, Oil, Lubricant (POL) for 2 nos inspection vehicles (**PD+DPD**) & **PWD** field officers	nos	18.00	35	14.93	35	
Stationeries, Stamp, Seal	L.S	7.00		6.89		
Advertisement for tender and recruitement package.	lots	3.00	168	1.76	30	
Soil Investigation	nos	84.00	170	76.68	170	
Testing of Materials		2.00	170	0.00	170	
Honorarium of (TOC, TEC, PIC, PSC & Recruitment Committee)	meeting	2.00		1.68	31	
(i) Preparation of DPP, MB	set	2.00	300	1.93	300	
(ii) Structural Drawing	set	3.00	170	1.11	170	
(iii) Architectural Drawing including site plan	set	2.30	170	1.25	170	
iv) Tender document (288 + 50 set).	set	5.00	170	3.98	170	
(i) Repair & maintenance of inspection vehicles of PWD field officers & PD+DPD (2 nos).	nos	10.00	35	8.38	35	
Sub-Total (Revenue Component)		**198.40**		**177.12**		
b) Capital component						
Purchase of 2 nos inspection vehicles (4 wheel 5 door 2 Jeep for PD & DPD)	nos	97.50	2	97.26	2	
Purchase of 1 nos Photocopier Machine	nos	1.75	1	1.75		
Quality Control Equipment		6.60		6.57		
Computer with Software, Printer, Computer Table, Computer Chair etc. complete 4 Nos. (3 nos for PD office & 1 nos for DOA)	nos	1.20	2	1.20	2	
d) Office furniture 3 set, [for MoF&DM (1 set), PD (1 set) & DPD (1 set)	set	3.00	3	3.00	3	
Construction of 1000 M.T Food Godwon	nos	19346.75	99	18843.49	99	
Construction of 500 M.T Food Godwon	nos	8790.25	70	7962.74	70	
Wooden Dunnage (Made of Garjan wood)	sqm	2092.5		2085.36		
Sub total (Capital Component)		**30339.55**		**29001.37**		
Physical Contigency	**L.S**	**2.00**		**0.00**		
Price Contigency	**L.S**	**2.00**		**0.00**		
Total (a+b)		**30541.95**		**29178.49**		

হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রামে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ০.৮৪ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: মার্চ, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রামে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ০.৮৪ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : খাদ্য মন্ত্রণালয়

৩। **(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : খাদ্য অধিদপ্তর

(খ) সহায়ক বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : হালিশহর, চট্টগ্রাম

৫। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি** :

২০১০ সালে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে দেশের ৪৭৪ টি উপজেলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মোট ১৭ লক্ষ মেঃটন খাদ্য শস্য মজুদ সুবিধা ছিল। এ সব খাদ্য গুদামের অধিকাংশ ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে নির্মিত। নতুন কোন খাদ্য গুদাম নির্মান করা হচ্ছে না এই বিবেচনায় চট্টগ্রামের হালিশহরে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ CSD (Central Storage Depot) বা সিএসডি ২০০৪ সালে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী BEPZA (Bangladesh Export Processing Zone Authority) বা বেপজা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। পুরনো কিছু গুদাম ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ার কারণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য শস্য মজুদ ক্ষমতা ১৪.৭৩ লক্ষ মেঃটন-এ নেমে আসে। এতে খাদ্য শস্যের বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সরকার এ ধরনের পরিস্থিতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিরাপদ খাদ্য শস্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে সরকার ৫ বছরে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় খাদ্য গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ৫ লক্ষ মেঃটন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার খাদ্য শস্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাষাবাদযোগ্য অথবা নতুন কোন জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। বরং চট্টগ্রামের হালিশহরে খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান জায়গাতেই এই গুদামগুলি তৈরী করার ফলে সেখানে খাদ্য শস্য সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :
ক) খাদ্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ০.৮৪ লক্ষ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
খ) সারাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা;
গ) অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ অভাব বা দুর্ভিক্ষের সময় সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে ; এবং
ঘ) খাদ্য শস্য সংরক্ষণাগারে স্টাফদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করা।

৭। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনের তারিখ** : মূল অনুমোদন- ০৫/০৭/২০১০
প্রথম সংশোধন-২৪/০১/২০১৩

৮। **প্রকল্পের ব্যয়** : (লক্ষ টাকা)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১৮৭১.৪৮	২৩৭৯৭.০০	২২১৪৯.২৭	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২	জুলাই/২০১০ হতে মার্চ/২০১৪	ডিসেম্বর/২০১০ থেকে মার্চ/২০১৪	১.২৭%	৮৭.৫%

৯। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন** : খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি** : সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ২৩৭৯৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ২২১৪৯.২৯ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.০৭%। প্রকল্পের অন্যান্য খাত/উপখাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সংশোধিত ডিপিপি র ব্যয় অপেক্ষা ১৬৪৭.৭১ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হলেও প্রকল্পের লক্ষমাত্রা শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

১১। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** : প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। **পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা** : আইএমইডির সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মাহ্‌বুব জামান কর্তৃক ০৪/০৩/২০১৫ তারিখে হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রামে ০.৮৪ লক্ষ মে:টন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত অধিদপ্তরের তিন জন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং হালিশহর সিএসডির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। **পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :**

ক) জনবল:

প্রকল্পটি খাদ্য অধিদপ্তর এবং গণপুর্ত অধিদপ্তর এর যৌথ তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও প্রকল্প সংশিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়ের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রেষনে ১ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের উল্লেখ ছিল। এছাড়াও একজন কম্পিউটার অপারেটর ও একজন হিসাবরক্ষক সরাসরি এবং একজন ড্রাইভার ও দুইজন এমএলএসএস আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের সংস্থান ছিল। প্রকল্প পরিচালক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এবং একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক, একজন কম্পিউটার অপারেটর, একজন হিসাবরক্ষক খাদ্য অধিদপ্তর হতে প্রেষণে প্রকল্পে পদায়ন করা হয়েছিল। প্রথম প্রকল্প পরিচালকের মৃত্যুর জন্য পদটি শূন্য হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে দ্বিতীয় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাঁকেও বদলির পর ১২/০৩/২০১২ তারিখে তৃতীয় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হলে তিনি প্রকল্পটি শেষ হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

প্রেষনে পদায়নকৃত উপ-প্রকল্প পরিচালক পদোন্নতির কারণে বদলি হওয়ায় ০১/১০/২০১২ ইং তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরের অন্য এক জন কর্মকর্তাকে উপ-প্রকল্প পরিচালকের পদে পদায়ন করা হয়। একজন ড্রাইভার ও দুইজন এমএলএসএসকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া হয়। এসকল কর্মকর্তা কর্মচারী সমগ্র প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মোট জনবলের বেতন ভাতা বাবদ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে ৬৪.৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে ৪৮.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ।

(খ) বিদ্যমান পুরাতন গুদাম মেরামত ও পুনর্বাসন:

১১টি জাপান টাইপ, ১৫টি পাক টাইপ ও ৬টি ঢাকা টাইপ বিদ্যমান পুরাতন গুদাম এই প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে এর জন্য বরাদ্দ ছিল **৪৪৬.৬৩** লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে **৪১৯.২৯** লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগ্রতির পরিমান ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৮৭%।

(গ) জিপ গাড়ি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়:

প্রকল্পের আওতায় ৫ দরজা বিশিষ্ট একটি ফোর হুইল জিপ গাড়ি, মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি, প্রিন্টারসহ ১টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার ও ১টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করা হয়। এ বাবদ অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল **৫৮.৪০** লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৬.৩২ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতির পরিমাণ ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৭%। জিপ গাড়িটি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর খাদ্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঘ) নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ:

প্রকল্পের আওতায় ১০০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৭৭টি ও ৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১৪টি সহ মোট ৯১ টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাবদ অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৬৩৬৩.৭৮ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৫৫১৮.৪৫ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগ্রতি পরিমান ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৮৩% ।

নবনির্মিত কয়েকটি খাদ্য গুদাম: চিত্র-০১

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সোলার প্যানেল: চিত্র-০২

ঙ) স্টাফ কোয়ার্টার ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মান:

প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ম্যানেজারের একটি ডুপ্লেক্স বাংলো, ১২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট তিন ইউনিটের সহকারী ম্যানেজারের কোয়াটার একটি, ২০ সিটের অফিসার্স ডরমেটরি ভবন একটি, ২০ সিটেরষ্টাফ ডরমেটরি ভবন একটি, ৬০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২০ ইউনিটের চর্তুথ শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টার একটি, ৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২০ ইউনিটের স্টাফ কোয়াটার একটি এবং ২০ সিটের একটি আনসার ব্যারাক, আটটি সিকিউরিটি বক্স, আটটি পাবলিক টয়লেট, একটি বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন ভবন, ২১০৩ মিটার বিদ্যমান পুরাতন সীমানা প্রাচীরের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বাবদ অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৪১৮.৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪০১.৮৯ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতির পরিমাণ ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%।

সাইলো সুপারের জন্য নির্মিত বাসভবন: চিত্র-০৩

স্টাফ কোয়ার্টার: চিত্র-০৪

সিকিউরিটি বক্স: চিত্র-০৫

নবনির্মিত গুদামের অভ্যন্তরে মজুদ খাদ্য শস্য ও ড্যানেজ: চিত্র-০৬

চ) বিটুমিনাস রোড, ড্রেন, বহি:বিদ্যুতায়ন ও ভুগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ:

৫০৭৬৭.৩৭ বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ বিটুমিনাস রাস্তা, ৫৭৪১.০০ মিটার ড্রেন, ৫০,০০০ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং সোলার প্যানেলসহ বহি:বিদ্যুতায়নের কাজ উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বাবদ অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ২৯৫৪.৯৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৯৪৬.৩১ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগ্রতির পরিমাণ ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭০% ।

ছ) কাঠের ডানেজ সংগ্রহ:

মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০৩৩০ পিস কাঠের ডানেজ (এক ধরনের কাঠের পিঁড়ি বিশেষ যার উপর খাদ্য শস্যের বস্তা রাখা হয়, চিত্র-০৬ দ্রষ্টব্য) সংগ্রহ করা হয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধি না করে সংশোধিত ডিপিপিতে ৩০% Extra storage বিবেচনায় নিয়ে অতিরিক্ত ২০১৬ পিস ডানেজ ধরা হলেও পরবর্তীতে সে প্রস্তাব বাদ দেয়া হয়। এ বাবদ অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ২২৫১.৯৬ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৬৮৪.৮৩ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগ্রতির পরিমান ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৫১ % ।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত	অর্জিত
১। খাদ্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান খাদ্য শস্য মজুদ অতিরিক্ত ০.৮৪ লক্ষ মেঃটন বৃদ্ধি করা।	১। বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ০.৮৪ লক্ষ মেঃটন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২। সারা দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা	২। মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সারাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নীত করা হয়েছে।
৩। অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ অভাব/দুর্ভিক্ষের সময় সুষ্ঠু খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে।	৩। অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ দুর্ভিক্ষ/অভাবের সময় সুষ্ঠ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করেছে।
৪। সংরক্ষণাগারের কর্মচারীদের জন্য আবাসনের সুবিধা সৃষ্টি করা।	৪। সংরক্ষণাগারের ১০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসনের সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্নকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	একেএম মাহবুব আলম, যুগ্ম সচিব	পূর্ণকালীন	-	২১/০৯/২০১০	১৭/১০/২০১১	-
২.	মো: আব্দুল কাদির, যুগ্ম সচিব	পূর্ণকালীন	-	২৩/১০/২০১১	২৯/০২/২০১২	-
৩.	শেখ জাকির হোসেন, পরিচালক (খাদ্য অধিদপ্তর)	-	খন্ডকালীন	২৯/০২/২০১২	১২/০৩/২০১২	-
৪.	মো: ইকরামূল হক, যুগ্ম সচিব	পূর্ণকালীন	-	১২/০৩/২০১২	৩১/০৩/২০১৪	-

১৬। সার্বিক বিশ্লেষণ:

১৬.১ আলোচ্য প্রকল্পটি একটি নির্মাণ প্রকল্প। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে ১০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৭৭টি ও ৫০০ মেঃটন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৪টি গুদামসহ মোট ৯১টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মা ণ এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি যেমন নতুন ডানেজ সংগ্রহ, ম্যানেজারের ডুপ্লেক্স বাংলো ১টি, ৩ ইউনিটের সহকারী ম্যানেজারের বাসভবন ১টি, ২০ ইউনিটের ৬০০ বর্গফুট বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার ১টি, ২০ ইউনিটের ৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার ১টি, ২০ সিটের অফিসার্স ডরমেটরি ১টি, ২০ সিটের ষ্টাফ ডরমেটরি ১টি, ২০ ইউনিটের আনসার ব্যারাক ১টি, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন ভবন ১টি, ৫৭৪১.০০ মিটার ড্রেন, ৫০৭৬৭.৩৭ বর্গমিটার অভ্যন্তরীণ বিটুমিনাস রাস্তা, ৮টি পাবলিক টয়লেট, ৮টি সেন্ট্রি বক্স নির্মাণ, ৫০,০০০ হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূগর্ভস্থ জলাধার, ৩২টি পুরাতন গুদাম মেরামত, ২১০৩ মিটার বিদ্যমান পুরাতন সীমানা প্রাচীর মেরামত করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হালিশহর সিএসডি দেশের সর্ববৃহৎ সিএসডিতে উন্নীত হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জানান।

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ যেহেতু মার্চ ২০১৪ তে সম্পন্ন হয়েছে সেকারণে কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রকৃতপক্ষে স্থাপনাগুলির নির্মাণ মান সম্পর্কে সাম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

১৬.৩ যে ধরনের গুদাম হালিশহর সিএসডিতে নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে সনাতন খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করা হয়। সনাতন পদ্ধতিতে খাদ্য শস্য গ্রহণ-বিতরণ করার ফলে এসব গুদামে সময়, জনবল ও খাদ্য শস্যের অপচয় হয়। একতলা বিশিষ্ট হওয়ায় প্রচলিত খাদ্য গুদাম নির্মাণে ভূমির অপচয় হয়। বর্তমানে বিশ্বে খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য সাইলো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ সাইলোতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহজেই দ্রুত সময়ে অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য গ্রহণ ও বিতরণ করা যায়। সাইলো সমূহ খাড়াভাবে (Verticale) বর্ধিত বিধায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম জায়গায় এটি নির্মাণ করা সম্ভব হয় এবং খুব কম জায়গাতে অধিক পরিমানে খাদ্য শস্য মজুদ করা যায়। সর্বোপরি সাইলোতে খাদ্য শস্য সংরক্ষণে সাধারণতঃ কীটনাশক প্রয়োজন পড়ে না। তবে মাঝে মধ্যে শুধু সাইলোর বিনের উপরি অংশে খুবই সামান্য পরিমাণে কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অপর পক্ষে প্রচলিত খাদ্য গুদামে একই পরিমাণ খাদ্য শস্য সংরক্ষণে সাইলোর তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি কীটনাশকের প্রয়োজন পড়ে। যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং এর জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া একই পরিমাণ খাদ্য শস্য সংরক্ষণের উপযোগী সাইলো নির্মাণের খরচ সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম হতে কিছুটা বেশী। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যেই দেশব্যপী **১.৩৫ লক্ষ মেঃটন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প** এর আওতায় ১৬৯টি (১০০০ মে:টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৯৮টি এবং ৫০০ মে:টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ৬৯টি) সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় ভবিষ্যতে সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা যৌক্তিক হবে না।

১৬.৪ খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যেই কয়েটি সাইলো নির্মাণাধীন রয়েছে। ভবিষ্যতেও খাদ্য শস্য আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার জন্য সাইলো নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

১৬.৫ প্রকল্পটির সমগ্র কাজ হালিশহর, চট্টগ্রামে বাস্তবায়িত হয়। সেজন্য ঢাকাতে প্রকল্প অফিস থাকার বিষয়টি যৌক্তিক নয়। বরং প্রকল্প অফিস হালিশহর, চট্টগ্রামে অবস্থিত হলে প্রকল্পের কাজ তদারকি করা সহজ হতো। এছাড়াও প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও প্রকল্পের তথ্য প্রকল্পস্থান থেকে পাওয়া সহজ হতো।

১৬.৬ পরিদর্শনকালে জানা যায় হালিশহর সিএসডির ব্যবস্থাপক পদে কাউকে পদায়ন করা হয়নি। একজন সহকারী ব্যবস্থাপক ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকের দ্বায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া একজন সহকারী ব্যবস্থাপকের পদও শূন্য রয়েছে।এই প্রতিবেদন তৈরির সময় ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক জানান একজন সহকারী ব্যবস্থাপক সম্প্রতি যোগদান করেছেন। উল্লেখ্য এখানে ব্যবস্থাপক, দুটি সহকারী ব্যবস্থাপকের পদসহ মোট ২৩৭টি মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে। যার মধ্যে ১৮২ জন কর্মরত রয়েছেন। চট্রগ্রাম বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে ১১/১১/২০১৩ তারিখের ৬৭২৭/১ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত ১৩৮টি পদ বাড়ানোর জন্য খাদ্য অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। যেহেতু এখানের শস্য ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে সেজন্য প্রয়োজনীয় লোকবল বাড়ানো সমীচীন হবে।

১৬.৭ প্রকল্পের আওতায় এখানে 19.2 কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে জানা যায় সোলার সিস্টেমটি কার্যকর রয়েছে তবে একটি ইনভার্টার অটো অন-অফ হয় না। ফলে বিদ্যুৎ চলে গেলে এটিকে Manually অন এবং বিদ্যুৎ আসলে Manually অফ করতে হয়। সোলার সিস্টেম এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী জানান শীঘ্রই এটি মেরামতের উদ্যোগ নিবেন। তিনি আরও জানান এই সিস্টেমে ব্যাবহৃত ব্যাটারি ৫ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত। সোলার প্যানেল এর জন্য নির্মিত ঘরের প্রবেশদ্বারের উপরে দৃশ্যমান ফাটল দেখা যায়। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী জানান সোলার সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত তার প্রবেশ/ বের করার জন্য দেওয়াল কাটবার সময় এই ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এটি দ্রুত মেরামত করা হবে। তবে সোলার প্যানেলের সাথে কক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত যন্ত্রপাতির সংযোগ প্রদান করার জন্য নির্মাণের সময় কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কক্ষ নির্মাণের সময় এই বিষটি অব্যশ্যই বিবেচনা করা উচিৎ ছিল।

১৬.৮ হালিশহর সিএসডির মূল ফটকটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এটি মেরামত / নতুন করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। হালিশহর সিএসডির নিরাপত্তার জন্য যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **হালিশহর সিএসডি, চট্টগ্রামে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ০.৮৪ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের** মূল ডিপিপিতে প্রধান ফটকটি নির্মাণ বা মেরামতের বিষয়ে উল্লেখ ছিল না। তবে প্রকল্পটি সংশোধনের সময় বিষটি অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন ছিল;

১৬.৯ প্রকল্প পরিচালকের দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অব্যয়িত টাকা সমর্পণ করা হয়েছে। তবে পিসিআরে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংযোজন করা হয়নি। এ বিষয়টি খাদ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করতে পারে;

১৬.১০ পিসিআর এ সন্নিবেশিত তথ্য ও প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা যায় প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিমূলক জবাব দাখিল করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদেই অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা উচিৎ ছিল। এতে প্রকল্প ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত হতো।

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা :

প্রকল্প পরিচালক জানান আলোচ্য প্রকল্পটির ভৌত কাজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নরূপ সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছে :

১৭.১ সামগ্রিক কাজের বিবেচনায় সর্তকতার সাথে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি। ডিপিপিতে কর্মকর্তাদের ভ্রমণভাতার সংস্থান রাখা হয়নি;

১৭.২ মাঠ পর্যায়ের কাজ বা স্তবায়নের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তরের ৫টি বিভিন্ন ডিভিশনের উপর অর্পিত ছিল। ফলে ডিভিশন গুলোর মধ্যে কিছুটা সমন্বয়ের অভাব ছিল;

১৭.৩ অনেকগুলো স্থানীয় ঠিকাদার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের স্থাপনার কাজ একটি মাত্র নির্মাণ সাইটে বা স্তবায়ন করায় ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা সমস্যার সৃষ্টি হয়; এবং

১৭.৪ সিএসডি কমপাউন্ডে স্বল্প পরিসরে অনেকগুলো গুদাম/স্থাপনা একই স্থানে নির্মাণ করায় সীমিত Working facilities এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হয়েছে।

১৮। সুপারিশমালা :

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপ:

১৮.১ যদিও গুদাম নির্মাণের কাজ সরকারি একটি অধিদপ্তর কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হয়েছে, তবুও নির্মাণ কাজের গুণাগুণ নিশ্চিত হবার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মান নিশ্চিৎকরণ পরীক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে লব্ধ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কাজে লাগবে;

১৮.২ ভবিষ্যতে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সনাতন পদ্ধতির খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা সমীচীন হবে না;

১৮.৩ খাদ্য মন্ত্রণালয় আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জিওবি অথবা উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে সাইলো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। উন্নয়ন সহযোগীদের এ বিষয়ে আরও উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৮.৪ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রকল্পের অবস্থান হলে প্রকল্প কার্যালয় প্রকল্পস্থানে হওয়া বাঞ্চনীয়। এতে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ (যদি থাকে) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রকল্পস্থানে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে। ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ড সঠিকভাবে তদারকি করা সম্ভব হবে;

১৮.৫ প্রকল্প শেষ হবার পরও প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকল্পস্থানে অথবা প্রকল্পের নিকটস্থ প্রকল্প নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা দপ্তরে সংরক্ষণ করা জরুরি;

১৮.৬ জরুরি ভিত্তিতে হালিশহর সিএসডিতে একজন ব্যবস্থাপক পদায়নের বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় / খাদ্য অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট শূণ্য পদগুলিতে পদায়নের পাশাপাশি যৌক্তিকতার নিরিখে পদ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন হবে;

১৮.৭ সোলার সিস্টেমের একটি ইনভার্টার এবং কক্ষের প্রবেশদ্বারের উপরের ফাটল মেরামতের বিষয়টি খাদ্য মন্ত্রণালয় / খাদ্য অধিদপ্তর নিশ্চিত করতে পারে;

১৮.৮ প্রকল্পের অব্যয়িত ১৬৪৭.৭৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) যথাযথভাবে সমর্পণ করা হয়েছে কিনা তা খাদ্য মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং আইএমিডিকে অবহিত করবে;

১৮.৯ প্রকল্প চলাকালীন যেসব অর্থ বছরে অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে সেটি খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.১০ জরুরি ভিত্তিতে হালিশহর সিএসডির মূল ফটক নির্মাণ / মেরামতের বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় / খাদ্য অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

১৮.১১ প্রকল্পের External Audit দ্রুত শেষ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৯। উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি -কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

(লক্ষ টাকায়)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial %	Physical Quantity (%)
1	2	3	4	5	6
Pay of Officers (PD+DPD-2 nos)	Nos	**24.93**	**2**	**18.43**	**2**
Pay of staffs (6 nos)	Nos	**10.58**	6	**10.58**	**3**
Allowances (8 nos)	Nos	**18.21**	8	**14.61**	**3**
Recreation Allowance		**0.57**	8	**0.31**	**1**
Festival Allowance		**4.29**	8	**2.93**	**4**
Charge allowance		**1.00**	2	**0.00**	**-**
Daily Allowance (DA)		**5.00**	8	**1.64**	**2**
Postal expenditure		**0.10**		**0.02**	**-**
Telephone bills including connection fee 2 nos (PD+DPD+PDs Res).	Nos	**1.50**	2	**1.23**	**2**
Fax bill 1 no for PD office	Nos	**0.00**	1	**0.00**	**-**
Registration Fee for 1 no vehicle	Nos	**2.50**	1	**0.70**	**1**
Fuel,Petrol, Oil, lubricants of 4 nos inspection vehicles for PWD & PD	Nos	**7.20**	4	**4.56**	**-**
Stationary, stamps Tonner.etc.		**3.00**		**2.95**	**-**
Advertisement of Tender		**6.40**		**4.92**	**-**
Entertainment		**11.77**		**1.46**	**-**
Testing of Materials, Soil Investigation/ Survey Etc		**14.55**	91B	**8.22**	
Honorarium of TEC, PIC, PSC etc.		**3.00**		**2.06**	
Preparation of Measuring Books, Structural drawing, Architectural drawing, Tender Documents.	set	**10.40**	91G 200pc 600set	**6.95**	
Repair and Maintenance of 4 nos inspection Vehicles of PWD and PD.	Nos	**5.00**	4	**4.44**	
Repair and Renovation of Existing Food Godowns.		**446.63**		**419.29**	
1) 11 Nos Japan Type (48.19)	Nos	**(119.10)**	(11 Nos)		**11**
2) 15 Nos Pak Type (115.12)	Nos	**(218.50)**	(15 Nos)		**14**
3) 6Nos Dhaka Type (60.72)	Nos	**(109.03)**	(6 Nos)		**6**
Purchase of 1 (one) Jeep for PD (4 wheel, 5-doorPajero Jeep)	Nos	**50.20**	1	**50.20**	**1**
Quality control equipment	set	**5.00**	1 set	**3.12**	**1set**
Supply and Installations of Computer with printer and Accessories for PD office.	Nos	**1.50**	1	**1.45**	**1**
Photocopier 1 no for PD office	Nos	**1.50**	1	**1.42**	**1**
Fax 1 no for PD office	Nos	**0.20**	**1**	**0.14**	
Site Development = 61666.71 cum	cum	**97.44**	61666.71cum	**36.20**	61666.71cum
a. Construction of Food Godowns		16363.78		**15518.45**	
1) 77 nos 1000 MT capacity food Godown (77X833.12)	Nos	**(14618.00)**	77 Nos		(77X833.12)
2) 14 nos 500 MT capacity Food Godowns (14X441.91)	Nos	**(1745.78)**	**14 Nos**		(14X441.91)

b. Construction of Staff Quarters		**1285.07**		**1268.89**	
1) 1500 sft Duplex CSD Manager Qtr=155.42 sqm.	Sqm	**62.04**	155.42Sqm		155.42Sqm
2) 1250 sft 3 unit CSD Asst. Managers Qtr=389.64 sqm	Sqm	**126.75**	389.64 Sqm		389.64 Sqm
3) Officer's Dormitory (20 Seated)	Sqm	**87.35**	20seat		20seat 87.35
4) Staff Dormitory (20 seated)	Sqm	**85.03**	20seat		20seat 85.03
5) 600 sft 20 unit Class-IV employee Qtrs=1241.15 sqm	Sqm	**351.89**	1241.15 Sqm		20 unit 1241.15 Sqm
6) 500 sft 20 unit Class-IV employee qtrs=1055.35 sqm	Sqm	**316.26**	1055.35 Sqm		20 unit 1055.35 Sqm
7) 20 person Ansar Barrack=312.14 sqm	Sqm	**87.76**	312.14 Sqm		20 person 312.14 Sqm
c. Ancillary works		**0**			
1) 8 nos Security Box =8X17.26 sqm. (8X3.16)	Nos	**33.44**	8Nos		**8x17.26sqm**
2) 50,000 Gallon capacity Underground water reservoir with Pump house and rain water harvesting facilities.	Gallon	**30.42**	50,000 Gallon		**50000 gallon UGWR**
3) 8 nos Public Toilets =8X21.46 sqm. (8X6.56)	Nos	**77.99**	8Nos		**8x21.46 sqm**
4) Electric Sub Station Building=93.00 sqm.	Sqm	**26.14**	93 Sqm		**139.35 Sqm**
5) Boundary Wall,V extension 2103 Rm	Rm	**133.73**	2103 Sqm	**133.00**	**2105.45rm**
Bituminous Road=50767.37 sqm.	Sqm	**1736.02**	50767.37 sqm	**1736.00**	50767.37 sqm.
Drainage Infrastructure=5741.00 Rm	rm	**832.66**	5741.00 Rm	**832.00**	5374.43 Rm
100mmX200mm Deep Tube Well with distribution line		**69.58**	1	**63.96**	9 stw
External Electrification with Solar Panels arrangement (147.19+1.00)		**316.73**	147.19+1.00 sub station Equipment & solar pannel	**314.35**	147.19+1.00 sub station Equipment & solar pannel
Supply of Wooden Dunnage 1) For new 91 & Old 36 Godowns.	PC	**2251.96**	20330(original) 22346(Rev)	**1684.83**	20330 pc